দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 8 OCT 198...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

# পরীক্ষার ফলঃ এসএসসি বনাম এইচএসসি

অনিকেত

সকলেই স্বীকৃতি চায়। পরীক্ষায় কেউ কৃতকার্য হলে নিশ্চয় সে স্বীকৃতি চাইবে। এ নিয়ে অভিযোগ ছিল এক অভিভাবকের। তিনি দেখা এসেছিলেন অভিযোগ জানাতে। তার অভিযোগ এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল গত দু'বছর ধরে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে অনেক মেধাবী ছেলে মেধার স্বীকৃতি পাচ্ছে না। আমি তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। বলেছিলাম এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বের হোক। পরবর্তীকালে আপনার অভিযোগ নিয়ে লিখব।

ঘটনাটি নিম্নরূপ। ১৯৮৫ সালের পূর্বে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পকলা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি এ ছয় ভাগে ভাগ করে দেখান হত। ছ'টি মেধাতালিকা প্রকাশ করা হত। এর পরেও থাকত সম্মিলিত মেধাতালিকা।

ছয়টি মেধাতালিকা থাকায়—ছয়টি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই মেধার স্বীকৃতি পেত। শুধুমাত্র সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশিত হলে বিভিন্ন বিভাগের অনেক মেধাবী ছাত্রেরই সে তালিকায় ঠাঁই হয় না। অর্থাৎ বিভাগওয়ারী হিসেবে তারা কৃতী ছাত্র হলেও সম্মিলিত তালিকায় তাদের মেধা স্বীকৃতি পায় না। সম্মিলিত মেধাতালিকায় স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানের ছাত্ররা উপরের দিকে থাকে। তার কারণ সম্পর্কে সকল মহলই অবহিত।

অভিভাবকের অভিযোগ হচ্ছে ১৯৮৫ সাল হতে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল রীতি পাল্টান হয়েছে। এখন আর বিভাগওয়ারী মেধাতালিকা প্রকাশিত হয় না। শুধুমাত্র সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়। ফলে বিভিন্ন বিভাগে কৃতী ছাত্ররা মেধাবী হয়েও স্বীকৃতি পায় না। একজন অভিযোগকারী দাবী করেছেন তার ছেলে মানবিক বিভাগে প্রথম হয়েও কোন স্বীকৃতি পায়নি।

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে এ পরিবর্তন কেন করা হয়েছে—সেকথা এখনও জানা যায়নি। অভিভাবকদের অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা দেননি। শুধু এইটুকু জানিয়েছেন যে ১৯৮৫ সাল হতে শুধু মাত্র সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এবং সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসএসসির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভিন্ন বিবেচনায় আমি অভিযোগকারীকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। আমি দেখতে চেয়েছিলাম এত লেখালেখির পর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি পাল্টান হয় কিনা। আমি ভেবেছিলাম হয়ত এইচএসসিতেও শুধুমাত্র সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে।

কিন্তু কদিন আগে দেখলাম পুরান পদ্ধতিতেই এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি বিভাগে ভাগ করে মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর পরেও রয়েছে সম্মিলিত মেধাতালিকা। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এসএসসিতে এক পদ্ধতি। আবার এইচএসসিতে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে কেন!

ব্যক্তিগতভাবে এর কোন একটি পদ্ধতি আমি পছন্দ করি—তা নয়। আমাদের কালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটি মেধাতালিকা ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন মেধাতালিকা হত বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তখন এক নামে সকল বিভাগকে অভিহিত করা হত না। তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আইএ, আইএসসি, আইকম তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সুতরাং তিনটি মেধাতালিকা থাকাই স্বাভাবিক ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন ভাগ ছিল না বলে একটি মেধাতালিকা ছিল। এবং তাই-ই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু এখন কি তাই। নাম এইচএসসি হলেও যেমন পাঁচটি ভাগ আছে। তেমনি এসএসসিতেও বিজ্ঞান ও মানবিক অন্তত দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। তাই সাধারণভাবেই যুক্তি দেয়া যায় যে, যদি এইচএসসিতে পাঁচটি মেধাতালিকা প্রকাশ করা যায় তাহলে এসএসসিতে অন্তত দুটি মেধাতালিকা প্রকাশ করা যাবে না কেন! আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি বৃত্তি প্রদানের কালে বিজ্ঞান এবং মানবিক ভাগ ভাগ করে মেধা অনুযায়ী বৃত্তি দেয়া হয়। তাহলে ভাগ ভাগ করে মেধাতালিকা প্রকাশের আপত্তিটা কোথায়? হয়ত এতে কিছু কাগজ ও কালি খরচ হতে পারে। ফলাফল প্রকাশে কিছুটা কালক্ষেপণ হতে পারে। আরও কিছু অতিরিক্ত ব্যয়ও হতে পারে। কিন্তু একথাও সত্য যে এ ছাত্রছাত্রীরা ভিন্ন ভিন্নভাবে স্বীকৃতি পেলে এদের উৎসাহ বাড়ে।

এছাড়া অভিভাবকদের আছে ভিন্ন কথা। তারা বলেন, শুধুমাত্র সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশিত হলে কোন দিনই সে তালিকায় বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের স্থান পাওয়া কঠিন। কারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা নম্বর পাওয়া যত সহজ—মানবিক বা অন্যান্য বিভাগে তেমনি নম্বর পাওয়া সহজ নয়। এর অর্থ নয় যে বিজ্ঞানের ছেলেরা মেধাবী নয়।

এ সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন মতামত নেই। ভিন্ন ভিন্ন তালিকা প্রকাশ করলে যদি ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত হয় তাতে আপত্তির কী কারণ হতে পারে! আমি প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে বলব! আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলেই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় উৎসাহ দিতে চাই। এবং সে ব্যাপারে কেউ কোন কার্পণ্য করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাই আশা করব অভিভাবকদের এই বক্তব্যের সঠিক মূল্যায়ন হবে।